Class লেকচার Honours

চতুর্থ অধ্যায়

দেশভাগ পরবর্তী যুগ(১৯৪৭-১৯৭১)

Post-Partition Era (1947-1971)

বিষয়বস্তু	শ্রেণি
বাংলাদেশের ইতিহাস	অনার্স

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভাষা আন্দোলন

পটভূমি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়।

আত্মত্যাগ

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদাহানি রোধে ছাত্ররা প্রাণ দেয়, যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

গণজাগরণ

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে এসে গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

বিজয়

ভাষা আন্দোলনের ফলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ভাষা আন্দোলন: পটভূমি ও কারণ

পটভূমি: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলাকে কেন্দ্র করে ভাষা সংকট শুরু হয়। বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে দীর্ঘ সংগ্রাম গড়ে তোলে।

সাংস্কৃতিক: ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ।

অর্থনৈতিক: চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য ও মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

রাজনৈতিক: পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জাগরণ ।

ভাষা আন্দোলনের বিস্তার

১ম পর্যায় (১৯৪৭-'৪৮)

- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব।
- ছাত্রদের প্রতিবাদ ও ২ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।
- ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর ও জিন্নাহর ঢাকা সফর।
- উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রদের তীব্র প্রতিবাদ।

২য় পর্যায় (১৯৪৯-'৫২)

- আরবি হরফে বাংলা চালুর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ।
- নাজিমুদ্দিনের ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা।
- 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।
- ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল ও আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার প্রথম সম্মিলিত সংগ্রাম। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা রক্ষার এ লড়াই পরবর্তীতে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

- ✓ **মূল দাবি**: বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা।
- ✓ **সংগ্রাম**: ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ও রাজপথের আন্দোলন।
- ✓ **তাৎপর্য**: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

ভাষা আন্দোলনের শহিদগণ

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও তৎপরবর্তী আন্দোলনে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় যারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, তাদের আত্মত্যাগ আজও বাঙালি জাতিকে প্রেরণা যোগায়।

শহিদ রফিকউদ্দিন

প্রথম শহিদ, মাথার খুলি উড়ে যায়।

শহিদ আবুল বরকত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

শহিদ আব্দুল জব্বার

২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ।

শহিদ শফিউর রহমান

২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন।

শহিদ আব্দুস সালাম

৭ এপ্রিল মারা যান।

শহিদ অহিউল্লাহ

৮/৯ বছরের কিশোর শহিদ।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় বাঙালি বীর সন্তানদের আত্মত্যাগের গল্প

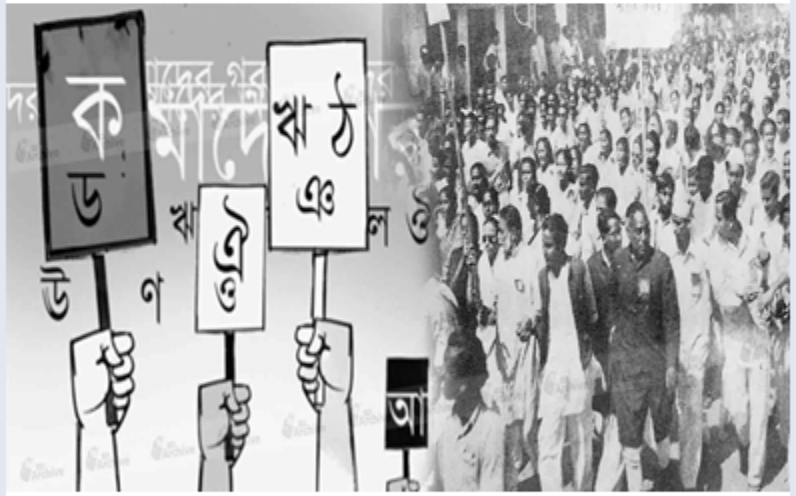

শহিদ মিনার নির্মাণ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়।

নারীদের অসামান্য অবদান

সুফিয়া কামাল, রওশন আরা বাচ্চু ও মমতাজ বেগমের মতো নারীরা সাহসের সাথে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বিষয়	তাৎপর্য
বাঙালি জাতীয়তাবাদ	নিজস্ব জাতিসত্তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিত্তি স্থাপন।
অসাম্প্রদায়িক চেতনা	ধর্মীয় সংকীর্ণতা কাটিয়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা।
রাজনীতির মেরুকরণ	মুসলিম লীগের জনবিচ্ছিন্নতা ও প্রগতিশীল জোটের উত্থান।
ভাষার মর্যাদা	১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি।
স্বাধীনতার প্রেরণা	স্বায়ত্তশাসন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করা।

মূল শিক্ষা

ভাষা আন্দোলন কেবল একটি ভাষার লড়াই ছিল না; এটি ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়, অধিকার এবং স্বাধীনতার বীজ বপনের আন্দোলন, যা পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা আন্দোলন: বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি

১৯৫২ সালের আন্দোলন ছিল বাঙালি পরিচয়ের আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপ।

➢ মূল ঘটনা ও তাৎপর্য

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। এটি কেবল ভাষার লড়াই ছিল না, ছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই।

➢ ইউনেস্কো স্বীকৃতি

এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এখন অপরিসীম। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাঙালি জাতিকে বিশ্বদরবারে সম্মানিত করেছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন: ব্যালট বিপ্লব

যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালির শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম গণতান্ত্রিক রায়।

২১ দফা ইশতেহার

যুক্তফ্রন্ট তাদের ইশতেহারে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং জমিদারি প্রথা বিলুপ্তিসহ কৃষক ও শ্রমিকের কল্যাণে একগুচ্ছ দাবি উপস্থাপন করে যা জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

নির্বাচনি ফলাফল ও প্রভাব

নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যদিও যুক্তফ্রন্ট সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি, তবে এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভিত শক্ত করে এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের শোষণকে নগ্ন করে তোলে।

ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ

স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

ছয় দফার গুরুত্ব

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছয় দফা উত্থাপন করেন। এটি ছিল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত দাবি। এটি বাঙালির কাছে 'মুক্তি সনদ' হিসেবে পরিচিতি পায়।

জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ

ছয় দফা কেবল রাজনৈতিক দাবি ছিল না; এটি বাঙালিদের একটি আলাদা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সাহস জোগায়, যা পর্যায়ক্রমে ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়।

১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক নির্বাচন

বাঙালি জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চালচিত্র

নির্বাচনের প্রস্তুতি

- **ভোটার তালিকা**: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।
- **ভোটকেন্দ্র ও কর্মী**: প্রায় ৫,০১০টি ভোটকেন্দ্র, ৭,৪৮৩ প্রিজাইডিং এবং ২৪,০০০ পোলিং অফিসার।
- **নিরাপত্তা ও বুথ**: জাল ভোট রোধে অমোচনীয় কালি এবং নারী-পুরুষদের জন্য আলাদা বুথের ব্যবস্থা।
- **ব্যালট ও প্রতীক**: ২ কোটি ব্যালট পেপার, ১.৫ লাখ ব্যালট বক্স এবং মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করা হয়।

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক নির্বাচনী জনসংযোগ (১৯৫৪)

নির্বাচনি ফলাফল

মোট ভোটদানের হার (মুসলমান আসন) **৩৭.৬০%**

মুসলমান আসন ফলাফল (২৩৭টি)

যুক্তফ্রন্ট (নৌকা)	২১৫টি (পরবর্তীতে ২২৩টি)
মুসলিম লীগ (হারিকেন)	৯টি (পরবর্তীতে ১০টি)
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩টি (খেলাফতে রব্বানীসহ)
মোট আসন	২৩৭টি

অমুসলমান আসন ফলাফল (৭২টি)

তফসিলি ফেডারেশন	২৭টি
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪টি
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট	১৭টি (রসরাজ মণ্ডলসহ)
অন্যান্য ও স্বতন্ত্র	৪টি (বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ)
মোট আসন	৭২টি

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রভাব

নেতৃত্বের পরিবর্তন ও যুব শক্তির উত্থান

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ২৫ বছর বয়সী ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের নিকট এবং ফ. আ. মান্নান তাজউদ্দীন আহমদের নিকট পরাজিত হন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঐতিহাসিক দাবি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির নবধারা

মধ্যবিত্ত ও যুব নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগ দলীয় নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধারা চালু করে।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়, মুসলিম লীগের পরাজয় ও সরকার গঠন

১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের পটপরিবর্তন, পরাজয়ের কারণ এবং শেরে বাংলার নতুন মন্ত্রিসভা

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রধান কারণসমূহ

- **ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন:** মধ্যপন্থি, বামপন্থি ও ইসলামপন্থিদের নিয়ে গঠিত সব দলের শক্তিশালী নির্বাচনি মঞ্চ।
- **ঐতিহাসিক ২১ দফা:** স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষা ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকারী গণমুখী নির্বাচনি ইশতেহার।
- **গণভিত্তিসম্পন্ন নেতৃত্ব:** শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সুদৃঢ় ঐক্য এবং তরুণ শেখ মুজিবের তুমুল গণসংযোগ।
- **বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ ও বৈষম্য:** পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব।

মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণসমূহ

- **ভাষা আন্দোলনের দমননীতি:** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার একগুঁয়েমি ও বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড।
- **শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতা:** দেশভাগের এতদিন পরেও সুনির্দিষ্ট কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিতে না পারা।
- **কোন্দল ও বিচ্ছিন্নতা:** তীব্র অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দল, কর্মী স্বল্পতা ও ছাত্র-তরুণদের তীব্র বিরূপ মনোভাব।
- **জনবিচ্ছিন্নতা ও অসমতা:** সংখ্যাসাম্য নীতি উপেক্ষা করা এবং দীর্ঘকাল কোনো উপনির্বাচন না দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন (১৯৫৪)

৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ৪ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

সদস্য	দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর
এ. কে. ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব
আবু হোসেন সরকার	বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প
আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী	বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ (১৫ মে): শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমানসহ ১০ জন সদস্য যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা ১৪ জনে উন্নীত হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নেতৃবৃন্দ (১৯৫৪)

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ও ঐতিহাসিক প্রভাব

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত ভিত্তিপ্রস্তর

ষড়যন্ত্র ও ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ

কৃত্রিম দাঙ্গা ও বানোয়াট সাক্ষাৎকারের অজুহাতে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জনপ্রিয় সরকারকে বরখাস্ত করে গভর্নর শাসন জারি করা হয়।

কঠোর দমনপীড়ন ও প্রতিক্রিয়া

সরকার বাতিলের পরেই শুরু হয় ব্যাপক গণগ্রেফতার। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে কারারুদ্ধ করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে সামরিক শক্তিতে দমন করা হয়।

স্বাধীনতার মাইলফলক

তৎকালীন প্রতিক্রিয়া আপাতত ব্যর্থ হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে নবচেতনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য

POLITICAL & ECONOMIC DISPARITY (1947 - 1956)

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য

- **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:** দেশভাগের শুরু থেকেই নীতি নির্ধারণী সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক একাধিপত্য বজায় ছিল।
- **নগণ্য বাঙালি প্রতিনিধিত্ব:** পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজস্ব শোষণ

- **পরিকল্পনা বোর্ডের বৈষম্য:** ১৯৪৮ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় সব বিনিয়োগই পশ্চিম পাকিস্তানে করা হতো।
- **কৃষি বনাম শিল্পায়ন:** কৃষিপ্রধান পূর্ব বাংলা থেকে অর্জিত সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমের শিল্পায়নে পাচার করা হয়।

দেশভাগ ১৯৪৭: এক ভৌগোলিক বিভাজন যা দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরত্বের জন্ম দেয়।

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদ

ভাষার গৌরব

১৯৪৮ সালে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ৫৫% বাংলাভাষী জনগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনই পরবর্তীকালে বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে রূপ নেয়।

শিক্ষা ও গণমাধ্যম

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির চরম বৈষম্য সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল সাহিত্য, লিফলেট এবং প্রগতিশীল সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সচেতনতার প্রচার করতে থাকেন, যা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

উৎসব ও ঐতিহ্য

ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে নীতি প্রবর্তনের বিপরীতে বাঙালিরা নিজস্ব লোকজ উৎসব, নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। যা ১৯৬৯-৭০ এর অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

চেতনার ঐক্যবোধ

জাতীয়তাবাদ হলো এমন এক সুদৃঢ় মানসিক ও আত্মিক অনুভূতি যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মানুষকে সুসমন্বিত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এটি মূলত বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিন্ন ঐতিহ্য খোঁজার চালিকাশক্তি।

মনস্তাত্ত্বিক তাত্ত্বিকতা

জাতীয়তাবাদ কোনোরূপ বস্তুগত বা যান্ত্রিক অনুভূতি নয়; বরং এটি এক অনন্য প্রকার আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক মেলবন্ধন।

— আরনল্ড জে. টয়েনবি

মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

জাতীয়তাবাদ হলো একটি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি, যা মানুষকে পরস্পরকে ভালোবাসতে এবং সহাবস্থান বজায় রাখতে পরম শিক্ষা দেয়।

— বার্ট্রান্ড রাসেল

বাঙালি জাতীয়তাবাদ (Bengali Nationalism)

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

বাঙালির নিজস্ব বংশগত ভিত্তি, মুখের মধুর ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে স্বাধিকার ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে। এটি পাকিস্তান সৃষ্টি পরবর্তী উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও চরম বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অনবদ্য আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আত্মপরিচয়ের উন্মেষ

এই প্রগতিশীল জাতীয় চেতনা দলমত নির্বিশেষে আপামর বাঙালিকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত এবং একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বহনকারী বীরের জাতি।

৪.৩.৩ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল উপাদানসমূহ

১. ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে সূচিত আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপই হলো ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির চরম আত্মত্যাগ। ছায়ানট (১৯৬১) ও উদীচী (১৯৬৮) বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

২. ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন, ধর্মঘট এবং পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনার ঐতিহাসিক স্মৃতি শিক্ষিত সমাজ এবং গ্রামীণ কৃষকদের একই সমান্তরাল দাবির অধীনে একাত্ম করে তোলে।

৩. অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন

পূর্ব বাংলার বৈদেশিক আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন এবং রাজস্ব বিতরণে চরম বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বিপুল শক্তি যোগায়।

৪. রাজনৈতিক স্বাধিকার

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে অবদমিত রাখার বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' স্বশাসনের স্পষ্ট রাজনৈতিক রূপরেখা দান করে, যা সত্তরের নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবে পরিণত হয়।

Nationalism = fLanguage + Culture + Autonomy

মাতৃভাষা জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক পর্যায়

১৯৪৮ - ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন ও প্রাথমিক প্রতিরোধ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ ও ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের মজবুত ভিত্তি রচিত হয়।

১৯৫৪ - ১৯৫৬ নির্বাচন ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি: যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ে মুসলিম লীগের পতন ঘটে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আংশিক স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৬২ - ১৯৬৬ শিক্ষা আন্দোলন ও মুক্তির সনদ '৬ দফা': আইয়ুবী স্বৈরাচারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির রূপরেখা বা ৬ দফা ঘোষণা করেন।

১৯৬৯ - ১৯৭১ গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধ: ঐতিহাসিক ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

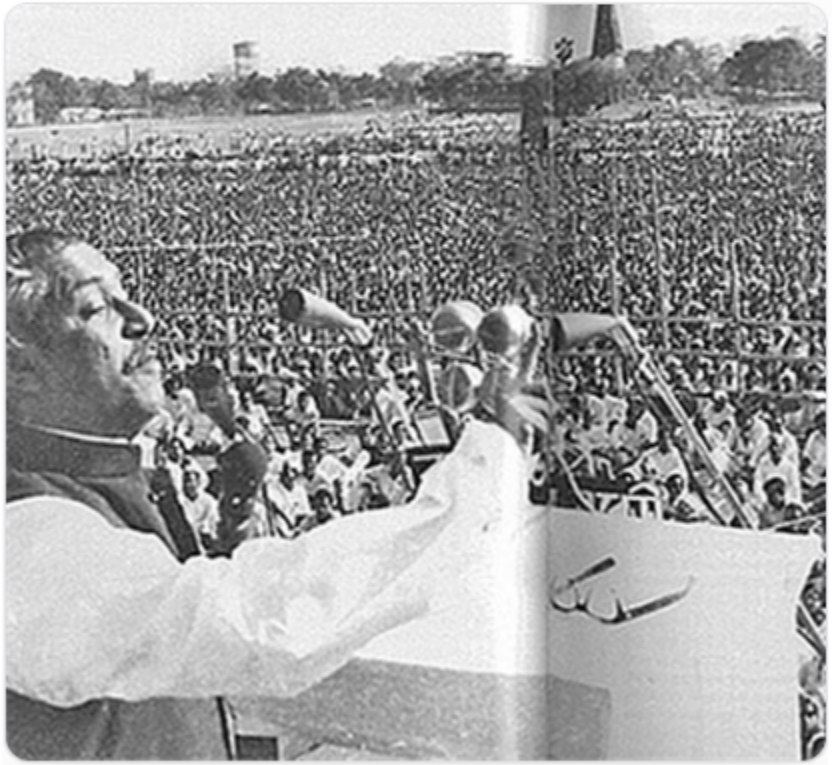

ভিত্তি স্থাপন: বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথমিক সংগঠন

৪.৪.১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রসংগঠন

১৯৪৭ এর পর ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ছাত্ররা নাট্যচর্চা ও সাহিত্য সভার মাধ্যমে বাংলা ভাষার অধিকার প্রচার করে।

৪.৪.২ তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭-৪৮)

অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা: বাংলা না উর্দু?" পুস্তিকার মাধ্যমে আন্দোলনের বৌদ্ধিক ভিত্তি গড়ে তোলে।

৪.৪.৩ বাংলাভাষা সংস্কার কমিটি (১৯৪৯)

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে ভাষার মান ও বানান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে আন্দোলনের যৌক্তিক ভিত্তি মজবুত করে।

ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (১৯৫২)

সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ

সংগ্রাম পরিষদ

সর্বদলীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে গান, আবৃত্তি ও সভার মাধ্যমে গণভিত্তি তৈরি করে।

ভাষা কমিটি ও প্রতিবাদ

সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

মজলিসের পরবর্তী প্রভাব

সাহিত্য ও নাট্যচর্চার মাধ্যমে শহিদ স্মৃতি ও ভাষার দাবিকে প্রজন্মান্তরে সংরক্ষণ।

ছায়ানট (১৯৬১)

রবীন্দ্রসংগীত ও বৈশাখী উৎসবের মাধ্যমে পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক একরূপীকরণের সফল প্রতিরোধ।

সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রতীক: রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলা একাডেমি (১৯৫৫)

বইমেলা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং আন্দোলনের সামাজিক উপস্থিতি দৃঢ় করে।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (১৯৬৮)

সতেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গণসংগীত ও নাট্যচর্চার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে।

১৯৭১-এর প্রেরণামূলক কর্মকাণ্ড

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও প্রতিবেদন মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মনোবল জাগিয়ে তোলে।

ভাষা ও সাহিত্যের অভিভাবক: বাংলা একাডেমি ভবন